R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা আশ্বিন, বুধবার, ১৪১২সাল।
২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

গঙ্গার একটি স্পার ধসে পড়ায় ধুলিয়ান শহরে ভাঙনের আশঙ্কা প্রবল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কয়েক বছর আগে ধুলিয়ান পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীনগরে গঙ্গা নদীতে এ্যান্টি ইরোসন দপ্তর একটি স্পার তৈরী করে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর স্পারটি হঠাৎ ধসে পড়ে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই এই বিপত্তি বলে এলাকার মানুষ অভিযোগ করেন। ফরাক্কা থেকে ছাড়া জলের ধাক্কা এসে সরাসরি যাতে ধুলিয়ান শহরকে বিপন্ন করতে না পারে তার জন্যই এই স্পারটি তৈরী হয়। এতদিন ফরাক্কার ছাড়া জল এই স্পারে আঘাত করে নদীর মাঝ পথে ফিরে যেত। যার ফলে ধুলিয়ান শহর বড় ধরনের ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পায়। স্পারটি বসে যাওয়ায় ধুলিয়ান শহরে ভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্পার বসে যাওয়ার খবর সরকারী পর্যায়ে জানানো সত্বেও মেরামতের কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত হয়নি। অতীতে জল কমার সাথে সাথে নদীতে ভাঙন বেশী দেখা গিয়েছে, তাই ধুলিয়ানের মানুষ অজানা আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন।

ভাঙ্গন-বন্যার জন্য ফরাক্কাই দায়ী—বিধায়ক পরেশ দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদিঘী কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশ দাস সম্প্রতি বিধানসভায় এক ভাষণে জঙ্গিপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভাঙন-বন্যা এবং চাষী জমি ক্ষতির কারণ হিসাবে ফরাক্কা ব্যারেজকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন ভাঙন একটি জাতীয় সমস্যা। রাজ্য সরকার একা এতবড় সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। দরকার কেন্দ্রীয় আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা। কেন্দ্র সেভাবে সাহায্য না করায় জঙ্গিপুর মহকুমা আজ বিপন্ন। মুর্শিদাবাদের বুক চিরে বইছে ভাগীরথী গঙ্গা ও পদ্মা। গঙ্গা পদ্মার উপরে বাঁধ দেওয়া রয়েছে ২০ কিমি। পদ্মা নদীর ভাঙ্গনের ফলে দেশের ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। পদ্মা ও গঙ্গার জল জঙ্গিপুরের নীচে আসতে ১ কিমি বাকী আছে। ফরাক্কা ফিডার ক্যানেলের জলে প্রচুর চাষের জমি ও অসংখ্য কৃষক বিপন্ন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ফরাক্কা ব্যারেজ করা হয়েছিল (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিড়ি কোম্পানীতে কর্মচারীদের বেতন বাড়লেও দোকান কর্মচারীদের বেতন কমতে পারে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিড়ি শ্রমিকদের বাঁধাই মজুরী বাড়ার পর এবার বিড়ি কোম্পানীর কর্মচারীদেরও মাইনে বাড়ছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর ধুলিয়ান বিড়ি মারচেন্টস্ এসোসিয়েশনের সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ আগরওয়ালা বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নিয়ে এক বৈঠক করেন। সেখানে কোম্পানীর কর্মীদের ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি ঘোষণা করা হয়। যাঁদের বেতন ২০০০,০০ টাকার নিচে তাদের বাড়লো ২০০,০০ টাকা, আর যাদের ২০০০,০০ উর্ধ্বে তাঁদের বাড়লো ২৫.০০ টাকা। এই বেতন আগামী বছর অর্থাৎ ২০০৬ সালের এপ্রিল থেকে কার্যকরী হবে। অন্যদিকে দোকান কর্মচারীদের বেতন কমে গেল। ধুলিয়ানের ব্যবসায়ীরা আইনের কোন তোয়াক্কা না করে নিজেরাই এই সিদ্ধান্ত নিলেন। পুজোর সময় (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর মহকুমায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত একজন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী-১ ব্লকের আহিরণ চাষীপাড়ার বাবর সেখ (২৩) সাত দিনের জ্বর নিয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জে ডাঃ দত্তের চেম্বারে আসেন। তাঁকে সন্দেহজনকভাবে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তাঁর রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করে। জানা যায়, বাবর সেখ কাজের প্রয়োজনে চার মাস আগে দুর্গাপুর যান। সেখান থেকে সাত দিনের জ্বর নিয়ে বাড়ী ফেরেন। উল্লেখ্য স্বাস্থ্য দপ্তর আহিরণ চাষীপাড়ায় লোকজনের রক্ত পরীক্ষা করে কিছু পায়নি।

লাদেন ও তার পিতা বুশ মুর্দাবাদ —ডাঃ রাইসুদ্দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আগামী ১১, ১২, ১৩ নভেম্বর মালদা সাউথ কলেজে এস, আই-ও-র রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ধুলিয়ান শহরে এস, আই-ও-র পথসভা হয়ে গেল। পবসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ইসলামী পত্রিকা 'মীযান'-এর সম্পাদক ডাঃ রাইসুদ্দিন, জামায়েত ইসলাম সংগঠনের নেতৃবর্গ এবং এস, আই ও-র রাজ্য সভাপতি আব্দুল রফিক প্রমুখ। ডাঃ রাইসুদ্দিন তাঁর বক্তব্যে বি, জে, পি এবং রাজ্যের বাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভুলেও কোন সমালোচনা করেননি। তিনি বলেন, কোনও আন্তর্জাতিক ইসলামি সংগঠন ত্রাস সৃষ্টিকারী লাদেনের পক্ষে কোনদিন বলেনি লাদেন জিন্দাবাদ, জর্জ বুশ জিন্দাবাদ। আমি বলছি লাদেনের পিতা বুশ। লাদেনকে সন্ত্রাসকারী করলো জর্জ বুশ। তাই লাদেন ও তার পিতা বুশ মুর্দাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা আশ্বিন, বুধবার, ১৪১২ সাল।

॥ ব্যর্থতার কলঙ্ক ॥

কয়েকদিন পূর্বে পালিত হইল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। কোন দেশ জাতির অগ্রগতিতে শিক্ষার গুরুত্ব সবার উপরে। কবির সতর্ক বাণীঃ পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। শিক্ষাহীনতা সেই জগদ্দল পাথর যাহা গতি প্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। ইহা আমাদের অভিশাপ, লজ্জা। আমাদের দেশের অনেক মানুষ চক্ষুষ্মান হইয়াও এখন অন্ধ—নিরক্ষরতার অন্ধকারে এখনও ডুবিয়া আছে। ফলতঃ তাহার অনুষঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে নানা কুসংস্কার, অবিদ্যা। খবরে প্রকাশ, আমাদের রাজ্যের প্রায় এক কোটি মানুষ এখনও নিরক্ষরতার অভিশাপে অভিশপ্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন—ইহা আমাদের লজ্জার ব্যাপার। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির প্রায় আটান্ন বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে অথচ ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকে এখনও পূর্ণ সাক্ষর করিয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের হালফিল লইয়া আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না। কেননা পশ্চিমবঙ্গের ৭টি জেলার সাক্ষরতার চিত্র ভাল নয়। এগুলির মধ্যে আছে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর। ইহাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের স্থান নাকি আরো খারাপ। রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্রভবনে কয়েকদিন পূর্বে উদ্‌যাপিত হইল সাক্ষরতা দিবস। অনুষ্ঠানটি ছিল সরকারী উদ্যোগে। খবরে প্রকাশ, সরকারী পরিসংখ্যান মত এই জেলার সাক্ষরতার হার পঞ্চান্ন শতাংশ। এই জেলার এখনও আট লক্ষ মানুষ নিরক্ষরতার অন্ধকারে থাকিয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুর মহকুমার স্থান আবার সবার নীচে, সবার পিছে। এই চিত্র যে একই সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনক এবং লজ্জাজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়—এই রাজ্যের প্রায় সর্বত্র সাক্ষরতার অভিযান গোড়ার দিকে এক গণ আন্দোলনের চেহারা লইয়াছিল। বর্তমানে তাহা কেমন যেন গতিমন্থর। জেলা প্রকল্প আধিকারিক স্বীকার করেন —সাক্ষরতায় আমাদের এই জেলা 'মারাত্মকভাবে' পিছাইয়া রহিয়াছে। কেন পিছাইয়া রহিয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। শুধু অনুসন্ধান নয়, যথাযথ রূপায়ণের সদর্থক উদ্যোগ এবং বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। উচ্চাসনে যখন তাহারা আসীন তখন প্রধান দায়ভার, কাজের সাফল্য বা ব্যর্থতা তাহাদের উপর বর্তাইবে। স্থানীয় পুরপিতার কথায় জেলার সাক্ষরতা প্রকল্পের ব্যর্থতা আমাদের কলঙ্ক।

শিক্ষায় অনগ্রসরতা নানা সামাজিক ব্যাধির কারণ। পুরুষের পাশে নারী সাক্ষরতার ছবিও এই জেলায় বিশেষ করিয়া এই মহকুমায় মোটেই সন্তোষজনক নয় বলিয়া জানা যায়। যাহার ফলশ্রুতিতে সমাজে চলিয়াছে নারী নির্যাতন, নাবালিকা বিবাহ, নারী পাচারের মত নানা দুষ্কর্ম। নারী বা পুরুষ সাক্ষর হইলে অসামাজিক লোকেদের প্রলোভনের, প্রবঞ্চনার শিকার কম হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা। কেননা শিক্ষা মানুষের চিত্তলোককে শুধু আলোকিত করে না, চিন্তা এবং চেতনাকে শাণিত করিয়া তুলিতে পারে। শোনা যাইতেছে গত তেরো বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে যে ব্যর্থতা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা অপনোদনের অপসারণের জন্য আগামী দুই বৎসরকে লক্ষ্য সময় বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে। নিঃসন্দেহে কর্মযজ্ঞ বিশাল এবং কঠিন। তাহা সফল করিতে হইলে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সাহচর্য, সহযোগিতাও প্রয়োজন। যুগ যুগান্তরের জগদ্দল পাথরকে নড়াইতে হইলে যৌথ উদ্যোগ অবশ্যই প্রয়োজন তাহা স্বীকার্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পৌরপিতাকে বলছিলাম

সম্প্রতি কোলকাতা মহানগরী ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ডেঙ্গি জ্বর, এনসেফেলাইটিস ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে এই সব মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকজন মারাও গিয়েছেন। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার সাত ব্লকে ম্যালেরিয়া থাবা বসিয়েছে। এই রোগে ৫০৭ জন আক্রান্ত হয়ে ৯ জন এখন পর্যন্ত মারা গিয়েছেন। মশার কামড় থেকে এই রোগ ছড়াচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন। জঙ্গিপুর পৌর এলাকায় মশার উপদ্রব দারুণভাবে বেড়ে গিয়েছে। মশার কামড় থেকে এই সব মারণ ব্যাধিতে যাতে মানুষ আক্রান্ত না হয়, তার জন্য মশার বংশ বৃদ্ধি ও প্রাদুর্ভাব রোধ করার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক। পৌরপিতা বা পৌরসভার প্রধান বিরোধী দল কি বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ নন ?

কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

মুখর অতীত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

আজ এ রকম ভাবি কংগ্রেস করার সময়ে তো আমি সাম্প্রদায়িক ছিলাম না। জঙ্গল সাফাই করার জন্যই আমাদেরকে দরকার ছিল। ওকালতি জীবনে মহিবুল্লা সাহেবকে জঙ্গিপুর বারের সভাপতি আমার মদতেই করা হয়েছিল। আমার মোহরার ছিল নিজাম। ফুলতলায় হাকিম সাহেবের বাড়ী ছিল দ্বিতীয় ঘর। আজিজ সাহেবকে সভাপতি করে ছায়াবাণীতে ১৯৭৪ এ ইন্দোরাশিয়া অনুষ্ঠান করেছি। প্রতিদানে এলাকার মুসলমানরা তো আমাকে যখন অভিমন্যুর মত বধ করলো তখন কেউ প্রতিবাদ করলো না। সনাতন ধর্মের শিক্ষা কাউকেই সাম্প্রদায়িক করেনা। সমাজবিরোধীর কোন দল, দেশ, জাত নাই। মৃগাঙ্ক, বালক, খোকন, চুনা— এদের পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে সেদিন মাঠে মাঠে দৌড়তে দেখেছি। তাই এস, ইউ, সির ব্রজেনদাকে কোমড়ে দড়ি বাঁধতে থানায় গিয়ে প্রতিবাদ করেছি, আদালত অবধি তাঁর সঙ্গে হেঁটে গিয়েছি, সৎ রাজনীতিক কে সম্মান দিয়েছি। কাউকে হত্যায় মদত দিইনি। অন্যায়ের ভয় দেখিয়ে কারো কাছ থেকে টাকা নিইনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ শুধু নয় দুর্দিনের কর্মীদের চাকরী আর ন্যায্য সম্মান দাবী করাতেই যত বিপত্তি ! সামন্ততন্ত্রে বাধা দিয়ে ভুল করেছিলাম। সেকালে এম, পি লুৎফল হকের ছেলে একালে এম, এল, এ হবে। সাত্তারের পুত্রই এম, এল, এ হবে। সরকারী-বেসরকারী সব কিছুর সভাপতি বা সম্পাদক সোহরাব সাহেবরা হবেন। আমরা শুধু দেওয়াল লিখবো, ভাষণ দেব, বোমা বাঁধবো, মিছিল করবো। আর বলিহারী সি, পি, এম এর নেতারাও। সেদিন ওদেরকে অপদস্থ করার জন্য আমরা লড়াই করে আমাদের নেতাদের চক্ষুসুল হয়েছি, আবার আজ দেখেছি সেই সব বাম নেতারা ঐ কংগ্রেসের দিল্লীতুতো ভাইদের কিছুই করছেন না। উল্টে আমার নামে ৩/৪টি মামলা। খুনের মামলাও করা হোলো। ওসি ধ্রুব ব্যানার্জীকে দিয়ে আরতির সময় জগন্নাথ মন্দিরে গ্রেপ্তারও করানো হোলো। ভগবান মার্ডার কেসে নিশ্চিত কারাগারের বাইরে এনে পরদিনের আরতি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ালেন। আর কি চাই ! সেদিন আমি মানুষের কাছে যে ভালবাসা পেয়েছি আজকের শাসকদলের কাছে তা স্বপ্ন। রাজনীতি ভদ্রলোকের কাজ নয় এটাই সার কথা, অন্ততঃ আজকের দিনে।

(চলবে)

প্রসঙ্গ

দাদাঠাকুর

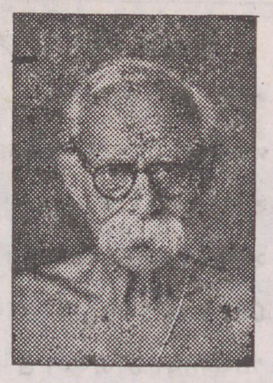

[শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) জীবিত-কালেই হয়ে উঠেছিলেন এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। সমসাময়িককালে সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাই বিভিন্ন সময়ে বহু কৃতি ব্যক্তির লেখনীতে উঠে এসেছে তাঁর প্রসঙ্গ। 'প্রসঙ্গ দাদাঠাকুর' শিরোনামে সেই সব অনবদ্য রচনা প্রকাশের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই সংখ্যার লেখক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়]

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক সম্বর্ধনা সভায় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, ওরফে দাদাঠাকুর বলেছিলেন : 'কালী তিন রকম অর্থে প্রকাশ পায় : মা কালী, দোয়াতের কালী আর জুতোর কালী। জুতোর কালী আর কলমের কালীতে যে তফাৎ তেমনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতে পার্থক্য।'

এই মন্তব্যটি নিতান্তই বিনয়সূচক এবং শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের প্রকৃত পরিচয় দেয় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথাশিল্পে নিশ্চয় দ্বিতীয়হীন ; কিন্তু নিজস্ব ক্ষেত্রে শরৎ পণ্ডিতও যে অদ্বিতীয়, সে কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর মধ্যে এমন নানা গুণের সমাবেশ হয়েছিল, যা তাঁকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছিল। দারিদ্র্যকে তিনি স্বেচ্ছায় নিত্যসঙ্গী করে রেখেছিলেন ; কিন্তু তা বলে তিনি আত্ম-সম্মানবোধকে কোন দিন ক্ষুণ্ণ করেননি। তাঁর সরল জীবন-যাপন রীতি, অতি সাধারণ বেশ, হৃদয় ভরা করুণা এবং সর্বোপরি স্বাভাবিক কৌতুকবোধ তাঁকে একটি কিংবদন্তীর পাত্রে রূপান্তরিত করেছিল।

দাদাঠাকুরের সব থেকে উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল তাঁর স্বাধীনতা-প্রিয়তা। ইংরেজ শাসনকালে তাই গোলামের দেশে গোলামি করতে তাঁর রুচি ছিল না। তিনি সেকালে এন্ট্রেন্স পাস করে-ছিলেন। ইচ্ছা করলে চাকরী জুটিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল না ; কিন্তু তিনি স্বাধীন জীবীকার পথ নির্বাচন করে নিলেন। ছাপাখানা ও সংবাদপত্র সম্পাদনা তাঁর জীবিকা হয়ে দাঁড়াল। তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনকে কতখানি মূল্য দিতেন, ছাত্রদের এক বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণে তার পরিচয় মিলবে। এই প্রসঙ্গে তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন এই বলে :

'তোমরা যেন governed by the preposition coachman হোয়ো না। নিজের পায়ের ওপর, নিজের মনের ওপর নির্ভর করে চলবে।'

তাঁর বেশ-ভূষা তাঁকে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। মনে হয় তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অতি সাধারণ বেশ ব্যবহার করতেন। একটি কাপড় ও চাদর তাঁর পোষাকী বেশ। এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুসরণ করতেন। তার সঙ্গে কিছু নিজস্ব খেয়াল সংযুক্ত করে তিনি নিজের বেশকে আরো বিচিত্র করে তুলেছিলেন। পণ্ডিতের পাদুকাধারণে বাধা ছিল না ; কিন্তু তিনি খালি পায়ে চলতেন। জিজ্ঞাসা করলে, কৌতুক করে বলতেন, 'বাগদাদের রাজাও ত খালি-পা (Khalifa)।'

অনুরূপভাবে নেভিল চেম্বারলিন-এর মত ছাতা তাঁর নিত্য-সঙ্গী ছিল। শীতকালেও তিনি ছত্র ধারণ করতেন। কেউ মন্তব্য করলে, পাল্টা জবাব দিতেন এই বলে :

রোদে ছায়া, জলে ঘর, / যে না বয়, সে বর্বর।

দাদাঠাকুরের হৃদয়খানি যে করুণায় ভরা ছিল, তা তাঁর আচরণ সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়। এ বিষয়েও দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁর তুলনা চলে। পার্থক্য শুধু এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান করার সামর্থ ছিল ; কিন্তু তাঁর ছিল না। তবু তিনি দয়া না করে পারতেন না। এ বিষয়ে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে।

একবার তিনি কাপড় পরে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন ; কিন্তু ফিরলেন গামছা পরে। ছেলে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বললেন : কাপড় ত পরেই গিয়েছিলাম ; কিন্তু স্নান সেরে ভিজা কাপড়টা পরে ফেরবার সময় পথে দেখি আধ-বয়সী এক যুবতী অর্ধ-উলঙ্গ। তাকে কাপড়খানা দিয়ে এসেছি।

তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্র 'জঙ্গিপুর সংবাদে' স্থানীয় মুন্সেফ আদালতের নীলামী ইস্তাহার প্রকাশ হত। একবার এক দরিদ্র মহিলার সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হয়ে যায়। সে সংবাদ শুনে তিনি আদালতের প্রাঙ্গণে বসেই বিলাপ করছিলেন এই বলে যে দাদাঠাকুর তাঁর সম্পত্তি নীলাম করে দিয়েছেন। তাঁর বিলাপ দাদাঠাকুরের দৃষ্টি আমর্ষণ করলে তিনি তখনই ডিক্রীর টাকা নিজে পরিশোধ করে নীলাম রহিত করে দিয়েছিলেন।

দাদাঠাকুরের সৎ মানুষ বলে যেমন খ্যাতি ছিল, তেমনি প্রখর কর্তব্যবোধ ছিল। তাই বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তাঁর ছাপা-খানায় ছাপা হত। একবার এক বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট দিনে দেবার পথে বিঘ্ন ঘটাল এক ব্যাপক বন্যা। তিনি কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালন করলেন। বন্যাপ্লাবিত পথ জলের মধ্যে পায়ে হেঁটে পার হয়ে প্রশ্নপত্রগুলি যথাসময় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন।

দাদাঠাকুরের বিশেষ খ্যাতি ছিল তাঁর কৌতুকরস সৃষ্টি করবার ক্ষমতার জন্য। সে ক্ষমতা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাৎক্ষণিক। তাৎক্ষণিকত্বের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই কাহিনীটি স্থাপন করা যেতে পারে।

একবার উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঁথির বাড়ীতে দাদাঠাকুর এসেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁকে চা খেতে দিতে চাইলে তিনি রাজী হলেন না। তখন উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'চা খাবে না তো আমি সিঁথিতে তোমায় কি দেব।'

দাদাঠাকুর মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—'সিঁদুর'।

তিনি যে কৌতুকরস পরিবেশন করতেন তা বিদ্রূপাত্মক শ্রেণীর (Satire) নয় তা বিশুদ্ধ কৌতুক ; হাসায়, কিন্তু হুল ফোটায় না। তার বহু নিদর্শন তিনি রেখে গিয়েছেন। তাঁর 'কলিকাতার ভুল' শীর্ষক কবিতা, তাঁর 'বোতল পুরাণ' কাব্য-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কবিতা তার পরিচয় দেয়। দাদাঠাকুরের ইংরাজীতে গভীর অধিকার ছিল। তাই ইংরাজী ভাষায়ই অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কৌতুক রচনার জন্য ব্যবহৃত হত। সেই জন্য পদস্থ ইংরেজের চিত্ত বিনোদনে তাঁর নিমন্ত্রণ আসত।

এই হলেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামনে তিনি সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখতেন। তাঁর মহৎ গুণগুলি যেমন মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তেমন তাঁর কৌতুকবোধ তাঁকে সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছিল। তাই তিনি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন। দরিদ্রের কাছে তিনি অতি আদরের দাদাঠাকুর এবং অভিজাত মহলে তিনি সম্মানিত অতিথি ছিলেন। সংকলক : কৃশানু ভট্টাচার্য

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে অন্যবারের মতো এবারও বার হচ্ছে—
শারদীয় জঙ্গিপুর সংবাদ। লিখছেন : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অনুপ ঘোষাল, অমিয়কুমার হাটী এছাড়া বাংলাদেশের জনপ্রিয় গল্পকার মঞ্জু সরকারের 'নগ্ন আহ্বান'। বাংলাদেশের চিন্তাশীল প্রবন্ধকার করুণা সাহা শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ও তাঁর জীবনকথা নিয়ে দীর্ঘ রচনা লিখেছেন। দাম : কুড়ি টাকা।

পুজোয় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার আই সি শুভেন্দু ব্যানার্জীর আহ্বানে ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসক নির্মল ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতে গত ১৩ সেপ্টেম্বর সদরঘাট ভাগীরথী লজে এক সর্বদলীয় সভা হয়ে গেল। বিভিন্ন পুজো কমিটি, ক্লাব প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতারা ঐ সভায় যোগ দেন। জোর করে চাঁদা আদায়, রাস্তায় বিশেষ করে হাইওয়েতে চাঁদা আদায়ের জন্য গাড়ী বা রাস্তা অবরোধ, বেশী রাত্রি পর্যন্ত তীব্র আওয়াজে মাইক বাজানো, বেশী শব্দের বাজী-পটকা ফাটানোর ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রশাসন জানিয়ে দেয়। সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাতে প্রত্যেকটা পুজো কমিটি প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে নেন সেটাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়। পেটকাটি প্রতিমা নিয়ে যাতে কেউ দাদাগিরি না করতে পারে বা কোন ঘাটে জোর করে প্রতিমা আটকে না রাখতে পারে তার জন্য পুলিশকে বলা হয়। মহিলাদের ভীড় দেখলেই সদরঘাট থেকে বাজারপাড়া পর্যন্ত তরুণদের বেপরোয়া মোটর সাইকেল নিয়ে অকারণ ঘোরাঘুরির বিষয়টি পুলিশকে লক্ষ্য করতে বলা হয়। পুজোর ক'দিন ভাগীরথী ব্রীজ, শ্মশান যাবার রাস্তা, গঙ্গার দুই তীর, সদরঘাট এলাকাগুলির উপর কড়া নজর রাখার জন্যও পুলিশকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। পুলিশও মহালয়ার দিন থেকে রমজান মাসের ব্যাপারে সকলকে সতর্ক থাকতে বলেন যাতে সম্প্রীতি কেউ নষ্ট করতে না পারে।

কর্মচারীদের বেতন কমতে পারে (১ম পৃষ্ঠার পর)

এখানকার বেশীরভাগ দোকান কর্মচারী বোনাস বা এ্যাডভান্স কিছুই পান না। বেতনও ৮০০/১০০০ টাকার মধ্যে। অথচ আইন অনুযায়ী যারা এ্যাকাউন্টের কাজ করেন তাদের প্রতি মাসের ন্যূনতম বেতন ২৬০৫·০০ টাকা। সেলসম্যান পাবেন ২৫৫২·০০ এবং সাপ্লায়ার্স পাবেন ২৫১৭·০০ টাকা। ধুলিয়ানের মতো ব্যবসায়ী প্রধান জায়গায় এসব কোন কিছুই মানা হয় না। উপরন্তু ব্যবসা খারাপ চলছে অজুহাত দেখিয়ে কর্মীদের বেতন কমানোর ফন্দী পাকাচ্ছেন তারা। এর ফলে কর্মচারীরা পড়েছেন বিপাকে। দোকান কর্মচারীদের জন্য সরকার প্রতিটি ব্লকে এবং মহকুমায় পরিদর্শক নিয়োগ করেছে। তারাও অদ্ভুতভাবে নীরব। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যেও এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই।

Government of West Bengal

Office of the District Magistrate, Murshidabad

District I. C. D. S. Cell

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the reputed Computer/ Chartered Accountant firms contractor for Computerized data entry of Survey works on Kishori Shakti Yajana Rate should be furnished per line. Line means full data per family. The date of submission of tender paper in a full scape paper quoting full name, address, credential and rate per line on 28th September, 2005 during 11 a. m. to 2 p. m. at the office of the District Programme Officer I. C. D. S., Murshidabad, Room No. 407, New Administrative Building, P. O. Berhampore, District Murshidabad and the same will be opened at 3 p. m. on the same day.

Any clarification or details in this regard may be obtained from District Programme Officer, I. C. D. S., Murshidabad.

Sd/-
District Magistrate, Murshidabad

Memo No. 613(3). Tathya/Murshi. Dt. 16/9/2005

ভাঙ্গন-বন্যার জন্য ফরাক্কাই দায়ী (১ম পৃষ্ঠার পর)

আজ তা ব্যর্থ হতে চলেছে। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ এবং জেলা পরিষদ একসঙ্গে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ করছে। ধুলিয়ানে এবং অর্জুনপুরে কাজ শুরু হয়েছে। পটাশপুর, টলটলিতে রাজ্য সরকার আইন-কানুন মেনে ভাঙ্গনের কাজে হাত দিয়েছে। বর্তমান জেলা পরিষদ এবং ঠিকাদাররা ওখানে কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। গাতলাঘাটে একটা ব্রীজ ওরা উদ্বোধন করলেন। কিন্তু সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন মন্ত্রী বা ইঞ্জিনীয়ারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। জঙ্গিপুরের পশ্চিমে দীর্ঘ যে জলাশয়কে কেউ বিল বাড়ল বলে, কেউ বলে বংশবাটী বিল। ওখানে বিশাল এলাকা সারা বছরই প্রায় জলমগ্ন হয়ে থাকে। এর ফলে জঙ্গিপুর মহকুমার বিপর্যস্ত চাষীরা চাষ ছেড়ে বিড়ির মতো অস্বাস্থ্যকর জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বর্ষার সময় বাঁশলই নদী, পাগলা নদী ভয়াবহ হয়ে উঠে। বিল সংস্কার অত্যন্ত জরুরী। ভূগর্ভস্থ পানীয় জল তোলার জন্য আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, আইরনের প্রভাবে জল থেকে মানুষের অসুস্থতা বাড়ছে। অথচ সারফেস ওয়াটার হিসাবে ঐ বিলগুলি ও গঙ্গার জল স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যেতে পারে। জে এল আর ও, পঞ্চায়েত ও সেচ দপ্তর তিনটির সমন্বয় ঘটালে সেচসেবিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে পরেশবাবু বিধানসভায় দাবী তোলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সাগরদীঘি সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

(পোঃ—সাগরদীঘি ॥ জেলা—মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং : ৩৫৪/সাগর/সিডি তারিখ ১৯/৯/০৫

সাগরদীঘি সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের চাল, ডাল, তেল এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র সম্পর্কিত জিনিসসমূহ প্রকল্পের গুদাম হতে সাগরদীঘি ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে সরবরাহের জন্য সম্ভাব্য এক বৎসরের জন্য সিল করা দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদন করবার দরখাস্ত ও বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ হইতে ২৬শে অক্টোবর ২০০৫ দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৪ টার মধ্যে যোগাযোগ করবার জন্য বলা হচ্ছে। টেন্ডারপত্র গ্রহণের সময় ২৭শে অক্টোবর ২০০৫ বেলা ১১টা হইতে দুপুর ১-০০ পর্যন্ত।

স্থান : মহকুমা শাসকের করণ, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ।

জগবন্ধু পাল
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
সাগরদীঘি আই সি ডি এস প্রোজেক্ট
সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

মেমো নং ৩৫৩(২) সাগর/সিডি তারিখ ১৯/৯/০৫

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।